তারিখ ... 27 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

যায়যায়দিন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও জামায়াতের নাশকতার ছক!

বিডিনিউজ

যুদ্ধাপরাধের বিচার বন্ধের চেষ্টায় মরিয়া জামায়াত-শিবির দেশজুড়ে সহিংসতা চালানোর মধ্যেই এবার রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা আঁটছে, বলে তথ্য পেয়েছে র‌্যাব। র‌্যাবের গোয়েন্দারা বলছেন, ঢাকা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজধানীর বনানী ও গুলশান এলাকার কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফার্মগেট ও মহাখালী এলাকার কয়েকটি কলেজ তাদের নাশকতার ছকে রয়েছে। আটক নেতাকর্মীদের

ছক : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ছক : নাশকতার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মুক্তির দাবিতে বুধ ও বৃহস্পতিবার টানা ৩৬ ঘণ্টার হরতাল দিয়েছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দল। এ ঘোষণার মধ্যেই মঙ্গলবার স্বাধীনতা দিবসে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে। এর আগে ১৮ ও ১৯ তারিখেও টানা ৩৬ ঘণ্টা হরতালের আগের দিন রাজধানীতে প্রায় ২০টি যানবাহনে আগুন দেয়া হয়।

র‌্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউল আহসান জানান, 'এবার রাজপথের পাশাপাশি হরতালে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামায়াত-শিবিরের টার্গেটে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াত-শিবির দেশব্যাপী তাদের যে নৃশংস চেহারা জনগণকে দেখিয়েছে, এবারের হরতালের রাজধানীতে তারা সেটি দেখানোর চেষ্টা করবে বলে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে।'

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধের দাবিতে গত নভেম্বর থেকেই পুলিশের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে আসছে জামায়াত-শিবিরকর্মীরা। ৫ ফেব্রুয়ারি জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন রায়ের পর তা ব্যাপক রূপ পায়।

২২ ফেব্রুয়ারি কয়েকটি ইসলামী দলের ব্যানারে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে জঙ্গি মিছিল নিয়ে তাণ্ডব চালানো হয়। সিলেট, ফেনীতে শহীদ মিনারে এবং রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বগুড়া, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে গণজাগরণ মঞ্চে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। এসব ঘটনায় জামায়াতের ইন্ধন ছিল বলে সে সময় পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়।

এরপর ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধের মামলায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় হওয়ার পর আবারো সারাদেশে তাণ্ডব চালায় জামায়াতকর্মীরা। বিভিন্ন স্থানে রেল স্টেশন, থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি সরকারি অবকাঠামো, আওয়ামী লীগ কার্যালয় ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি, মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সরকারি হিসাবে, এ সহিংসতা ও সংঘর্ষে সারাদেশে পুলিশসহ ৭০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়।

র‌্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক জিয়াউল আহসান জানান, ১৮ দলের ডাকা হরতালে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরাই মূলত রাজপথে 'সক্রিয়' থাকবেন এবং নাশকতা তৈরি করে 'আতঙ্ক' তৈরিতে কাজ করবে বলে তারা জানতে পেরেছেন।

তিনি বলেন, 'মূলত সংগঠনের ১৮ থেকে ২৫ বছরবয়সী কর্মীরাই এবারের হরতালে মাঠে সক্রিয় থাকবেন। ছাত্র পরিচয় দিয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরির করার শঙ্কা রয়েছে।'

শুধু তাই নয়, আতঙ্ক ছড়াতে তারা বোমাসদৃশ কৌটা বা প্যাকেট ফেলে রাখার কৌশলও নিতে পারে বলে র‌্যাবের ধারণা।

র‌্যাবের ওই কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা দেখেছি কেবল আতঙ্ক তৈরিতেই বোমাসদৃশ উপাদান বিভিন্ন রাস্তার মোড়, বিভিন্ন মার্কেটের ছাদ, ওভারব্রিজের পাশে ব্যাগে ভরে ফেলে রাখে তারা। এসব নাশকতা নিয়ন্ত্রণে শহরের কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে গত কয়েক মাসে বিস্ফোরক উপাদানসহ কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে।'

এর আগে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে রাষ্ট্রবিরোধী একটি চক্র দেশে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা করছে বলে একটি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল। শাহবাগ, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, সচিবালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আত্মঘাতী হামলার মতো নাশকতাও হতে পারে বলে সে সময় বিভিন্ন বাহিনীকে বার্তা পাঠানো হয়।

সামগ্রিক বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে র‌্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক এটিএম হাবিবুর রহমান বলেন, 'হরতালে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো আমরাও সক্রিয় থাকব। যেকোনো পরিস্থিতি এড়াতে করণীয় সবকিছু করা হবে।'